যায়যায়দিন

25 JAN 2013
তারিখ ... 25 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৫ ...

# শিক্ষকরা ১০টার আগে স্কুলে যান না : ২ ঘণ্টা আগে ছুটি

## উলিপুরে প্রাথমিক শিক্ষার হাল

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের তদারকি না থাকায় শিক্ষকরা খেয়াল খুশি মতো স্কুলে যান। কোনো স্কুলই সকাল ১০টার আগে খোলা হয় না। আবার নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা আগেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। অনেক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না। উপজেলার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

১৫ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টায় তেভাঙ্গা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখা গেছে। কয়েকজন শিক্ষার্থী বাইরে খেলাধুলা করছে। এদের মধ্যে আনিকুল ও রিপন মিয়া তৃতীয়, আল আমিন পঞ্চম এবং আবির উদ্দিন চতুর্থ শ্রেণীর। তারা জানায়, স্যাররা ১০টার আগে স্কুলে উপস্থিত হন না। ১০টা ২০ মিনিটে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নাজেমা বেগম উপস্থিত হন। তিনি জানান, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে একটু দেরি হয়েছে। প্রতিদিন এ রকম হয় না। অন্য শিক্ষকদের আগে তিনি স্কুলে উপস্থিত হন। তার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩শ'। শিক্ষক ৪ জন। সব শিক্ষার্থী পাঠ্যবই এখনো পাননি। ১৬ জানুয়ারি একই ইউনিয়নের শেখপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। তখন সকাল ৯টা ৪০ মিনিট। তখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়নি এবং কোনো শিক্ষকের দেখা মেলেনি। শিক্ষকরা ১০টার আগে স্কুলে উপস্থিত হন না। তাই শিক্ষার্থীরা দেরি করে আসে। ওই সময় অল্প কয়েকজন শিক্ষার্থী বাইরে খেলছিল। স্কুলে পাশের বাড়ির আবেদ আলী জানান, শিক্ষকরা ১০টার আগে বিদ্যালয়ে আসে না। দুপুর ২টার সময় স্কুল ছুটি হয়। একই ধরনের অভিযোগ করলেন মহসিন আলী, মোকছেদ আলী, আক্কাস হোসেন নামের একজন অভিভাবক। এমন সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আবু সাঈদ, আনোয়ার হোসেন, মানিক ও খোকন জানায়, স্যারেরা প্রতিদিন দেরি করে আসে। জাতীয় সঙ্গীত সমাবেশ পরিবেশন হয় কি না জানতে চাইলে তারা জানায় কোন দিন হয় না। ঠিক ১০টায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাজির হন। বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে। অন্য শিক্ষকের কথা জানতে চাইলে তিনি জানান, তারাও এখনই চলে আসবে। বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। ৩শ' শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় বেঞ্চ নেই। রয়েছে কক্ষ সংকট। ফলে অনেক শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষার্থীদের পানি পান করার জন্য কোনো টিউবওয়েল নেই। শৌচাগার নেই। ১৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় গনাইগাছ কেবি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়নি। বিদ্যালয়ের ৪টি কক্ষে কোচিং ক্লাস হচ্ছে। শিক্ষিকা শিউলী বেগম জানান, তারা ১০টা পর্যন্ত প্রাইভেট পড়ান। তারপর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। ১০টার আগে স্কুল খোলা হয়। তবে ক্লাস শুরু হয় না। ১০টা ৩০ মিনিটে ক্লাস শুরু করা হয়। ১০টার আগে ক্লাস শুরু না হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি জানান, হেডস্যার তাকে পারমিশন দিয়েছেন। তাই এভাবেই ক্লাস করেন। ১৮ জানুয়ারি ঢেকিয়ারাম বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গিয়ে দেখা গেছে, ঠিক ১০টার সময় বিদ্যালয় খোলা হয় এবং একই সময় শিক্ষকরা উপস্থিত হন। তখনো প্রধান শিক্ষক উপস্থিত হননি। একজন সহকারী শিক্ষক জানান, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসেন না। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৫০। শিক্ষক ৪ জন। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এখনো পুরো বই বিতরণ করা হয়নি। প্রতি শ্রেণীতে ২০-২৫ সেট বই কম সরবরাহ করা হয়েছে। এ কারণে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলার হরিরপাঠ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বামনাছড়া বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়, বেগম নুরুন্নাহার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধুমারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগিলা কুড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চর বজরা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই অবস্থা। সকাল ১০টার আগে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয় না। অথচ সকাল ৯টায় সময় স্কুল খোলা, সাড়ে ৯টার সময় পাঠদান শুরু এবং ৪টা ১৫ মিনিটে ছুটির নিয়ম রয়েছে।

উপজেলায় ১২৪টি ওয়ার্ডে ১২৬টি বেসরকারি ও ১২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। চর অঞ্চলে এখনো অর্ধশতাধিকগ্রাম বিদ্যালয় শূন্য। নদী বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোতেও কোনো স্কুল নেই। সেখানে ১০ বছরের নিচে প্রায় ২ হাজারের অধিক শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ আলম জানান, ১০টার আগে স্কুল খোলা হয় না এটা তার জানা নেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।